Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ আগস্ট, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ২৫ আগস্ট, ২০১৪ ৮ ভাদ্র, ১৪২১

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ আগস্ট : অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে জিনিসপত্রের দাম। বাজার আগুন। সোচ্চার প্রতিবাদে সামিল হলেন বর্ধমান শহরের মানুষ। সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির ডাকে এদিন একটি প্রতিবাদ মিছিল বর্ধমান কোর্ট চত্বর থেকে শুরু হয়ে রাজবাড়ি উত্তর ফটকে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন আইনুল হক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, গৌরী ব্যানার্জী সহ বর্ধমান শহরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ছোট সংবাদপত্রের দাবি নিয়ে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ আগস্ট : বর্ধমান জেলা নিউজপেপার এডিটরস সোসাইটির উদ্যোগে ৭ দফা দাবিপত্র জেলাশাসকের মাধ্যমে ১৪ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি জানিয়েছেন মধুসূদন হাজরাচৌধুরী সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও পেনশনের ব্যবস্থা, রাজ্যের বিজ্ঞাপনখাতের ৫০ শতাংশ অর্থ ছোট সংবাদপত্রগুলির জন্য দেওয়া হোক। সমস্ত সরকারি প্রেসকার্ড একই মানের করতে হবে। মোট ৭ দফা দাবি নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। জেলাশাসক সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা এবং যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

নৈরাজ্য ও অপশাসনের বিরুদ্ধে নাগরিকসভায় উপচে পড়া ভিড় বর্ধমান টাউন হলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ আগস্ট : রাজনীতির সূর্য ওঠে আবার ডোবে। আকাশ রাঙা হচ্ছে। এ আধার কাটবেই। নৈরাজ্য ও অপশাসনের বিরুদ্ধে শহরের নাগরিকদের সামনে এমনই আশা ব্যক্ত করলেন শিক্ষাবিদ শুভঙ্কর চক্রবর্তী ২৫ আগস্ট টাউন হলে উপচে পড়া ভিড়ে।

তিনি বলেন, এই নৈরাজ্যের রাজ্যে মানুষকে আরও সাহসী হতে হবে। এজন্য মানুষকে নিয়ে ব্যাপক মঞ্চ গড়তে হবে। পিঠ বাঁচাতে আত্মবিক্রয় করবেন না। সুবিধাবাদের জন্য আত্মবিক্রয় করবেন না। মানুষের সুখের জন্য সে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল যে পরিবারেরই হোক না কেন, মানুষের সুখের জন্য আত্মত্যাগ করবেন। রাজ্যে নৈরাজ্যের জন্য এখন তো বুদ্ধিজীবীরা পথে নামেননি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আইন মানেন না, কোর্ট মানেন না, নির্দেশ মানেন না। পুলিশ, কবি দলদাসে পরিণত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আচার-আচরণে ফ্যাসিস্ট শক্তির অনুসরণকারীর চেহারা পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রে মোদি সরকারও এক ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন। এরা বাংলার রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে আলাদা করে দেবে। সারা দেশে বামপন্থীরাই একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

এই নাগরিকসভায় 'আমরা আক্রান্ত'-র পক্ষ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অশ্রুশিক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, রাজ্যে প্রতিদিন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সৌজন্যে 'আমরা আক্রান্ত' সংগঠন মানুষের কাছে পরিচিত। একই আইন, একই আদালত দিয়ে দিল্লিতে অপরাধীরা শাস্তি পায়। এই রাজ্যে একই আইন, আদালত দিয়ে আক্রমণকারী প্রশ্রয় পায়। এই প্রসঙ্গে বলেন, ২৩ আগস্ট ডায়মণ্ডহারবারে 'আমরা আক্রান্ত' ব্যানারে একটি সভায় তৃণমূলিরা পুলিশের সামনেই তান্ডব চালিয়ে সভা ভণ্ডুল করে দেয়। গণতন্ত্র আক্রান্ত। এখন এই রাজ্যে এটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি সত্যজিত রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' চরণদাসের একটি গানের লাইন তুলে ধরে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন—

আমি যেই দিকেতে চাই,
অবাক বনে যাই
অর্থ কিছু খুঁজে নাহি পাই রে
ও ভাই রে।

হীরক রাজার চূড়ান্ত পরিণতির উল্লেখ করেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। উল্লিখিত গানটি গেয়ে শোনান শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার।

শহরের আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক বিশিষ্ট মানুষরা ভিড় করেন বক্তব্য শোনার জন্য। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ সুধীর রায়, আইনজীবী শিবকুমার প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ডিন অরূপ চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনা করেন দেবেশ ঠাকুর।

সুনিয়ায় ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ আগস্ট : আর কত মেয়ে ধর্ষিত হলে, নির্যাতিত হলে রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর টনক নড়বে? ধর্ষণকারী যদি আবার শাসকদলের হয় তাহলে দলদাস পুলিশ আক্রান্তর পাশে না থেকে আক্রমণকারীকে বাঁচাবে। এটাই এখন এ রাজ্যের দস্তুর। এর বিরুদ্ধে যে মুখ খুলবে তাদেরও রেহাই নেই।

তবুও এর মধ্যেই বামপন্থীরা শত সন্ত্রাস সত্ত্বেও পথে নামছে। গত ১৮ মে কার্জনগেটের সামনে বামপন্থী মহিলা সমিতি এবং গণসংগঠনের ডাকে মেদিনীপুরের সুনিয়ায় পাশবিক গণধর্ষণ পরে খুন করার বিরুদ্ধে এক সমাবেশ করে। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভারতী ঘোষাল, গৌরী ব্যানার্জী, অঞ্জন বিশ্বাস, দীপঙ্কর দে, শিখা সরকার প্রমুখ।

কাঁথির সুনিয়া গ্রামে ১৮ আগস্ট দেবাশিষ ভুঁইয়ার নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দল সি পি আই(এম) লোকাল কমিটির সদস্য ব্যোমকেশ গিরির স্ত্রী মহিলা নেত্রীকে গ্রামবাসীদের সামনে বিবস্ত্র করে ঘোরায়। পরে গণধর্ষণ করে খুন করে সোল্লাসে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পুলিশও সেই মর্মে চালাবার চেষ্টা করছে। ২০১১ সালের পর থেকেই ব্যোমকেশবাবু তৃণমূলিদের অত্যাচারে ঘরছাড়া। মৃতা বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে একাই থাকতেন। ছেলেকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। মৃতা এলাকায় আই সি ডি এস কর্মী হিসাবে নাম করেছিলেন। কেন্দ্রের শিশুরা এখন অনাথ। তারা জানেনা তাদের দিদিমনির কী অপরাধ?

এদিন একই দাবিতে ভারতের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির উদ্যোগে রানিগঞ্জে এবং সিহারশোল রাজবাড়ি মোড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত হয়। রানিগঞ্জের পোস্ট অফিস ময়দান থেকে মহিলাদের একটি বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে পথসভা করে। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, সর্বাণী লালা, গীতা মুখার্জী, অপর্ণা গাঙ্গুলী, সুচেতা পাল প্রমুখ মহিলা নেতৃবৃন্দ।

১৯ আগস্ট মেমারিতে এই দাবিতে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল মেমারি কালীতলা জোনাল অফিস থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে ডিভিসি অফিসের মোড় ঘুরে চকদিঘী চৌমাথা মোড়ে একটি পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন অভিজিৎ কোঙার। ধিক্কার মিছিলে নেতৃত্ব দেন বর্ষীয়ান মহিলা নেত্রী মহারানি কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, পীযুষ বিশ্বাস, শ্যামলী কোঙার, প্রশান্ত কুমার, বদ্রীচরণ লাহা, দারাজ মণ্ডল প্রমুখ।

১৯ আগস্ট ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরেও সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দুর্গাপুর ১এ জোনাল কমিটির ডাকে বি-জোনের চণ্ডীদাস বাজার মোড়ে একটি বিশাল পথসভা হয়। বক্তব্য রাখন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্যা আলপনা চৌধুরী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা স্বপন মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন শুভ্রা গাঙ্গুলী।

২০ আগস্ট গলসি বাজার এলাকায় মহিলা কর্মী সহ প্রতিবাদী মানুষের এক মিছিল সংঘটিত হয়। মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হোসেন, গোপাল ঘোষ, মুস্তাক হোসেন, অমিতাভ মণ্ডল, মণিমালা দাস প্রমুখ।

সুনিয়া : আই সি ডি এস কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ আগস্ট : পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ২ নং ব্লকের সুনিয়া গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দিপালী গিরিকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের পর হত্যা, এছাড়া রাজ্যে ইতিপূর্বে আই সি ডি এস কর্মী সমিতির কর্মী, সহায়িকা ছবি মাহাতো, সম্প্রীতি মাহাতো, অনিমা বেসরা, অনিমা সিংহ, বাকুলি সর্দারকে ধর্ষণের পর খুন এবং ১ জন আই সি ডি এস কর্মী নিখোঁজ থাকার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের পক্ষে বর্ধমান জেলা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয় যে, প্রকৃত দোষীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। জেলায় যে সমস্ত আই সি ডি এস কমী বাড়িছাড়া, এলাকাছাড়া, মিথ্যা মামলায় যাদের ওপর মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে তাদের এলাকায় থাকার এবং নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের খবরদারি বন্ধ করে নিরাপদে কাজ করতে পারার ব্যবস্থা করতে হবে বলে দাবি জানানো হয়। বক্তব্য রাখেন মনীষা চক্রবর্তী, শিলা সরকার, শুক্লা সরকার, নীতা চন্দ্র, শীলা দাস, প্রতিমা ব্যানার্জী, তানিয়া বেগম। এই কর্মসূচিতে বর্ধমান শহর ছাড়াও মেমারি, রায়নার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

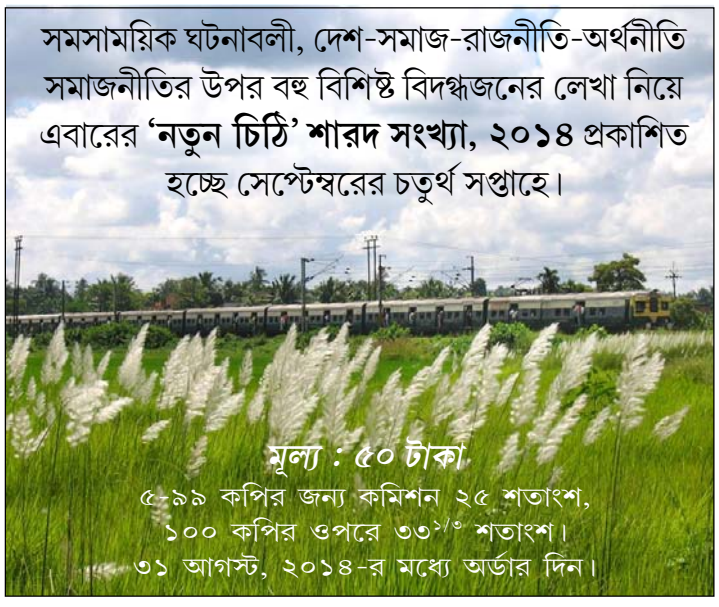

নতুন চিঠি

২৫ আগস্ট, ২০১৪

জঙ্গি বীভৎসার বলি সাংবাদিক

জেমস ফলির নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বর্বরতার এক ভয়াবহ উদাহরণ স্থাপন করলো ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যাণ্ড সিরিয়া (ISIS)-র জঙ্গিরা। জেমস ফলি একজন আমেরিকান সাংবাদিক। নিজের পেশার প্রতি অসাধারণ দায়বদ্ধ। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি, বিশেষত লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক —যুদ্ধবিদ্ধস্ত এই দেশগুলিতে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রতিনিয়ত প্রাণ হাতে করে চলাফেরা করতে হতো। লিবিয়াতে একবার ২০১১ সালে বন্দি ছিলেন। এবার ইরাকের মরুপ্রান্তরে নৃশংস আই এস আই এস জঙ্গিদের হাতে নিহত হলেন। ছুরির আঘাতে ধড় থেকে মস্তক আলাদা করে তারা ইউ টিউবে ছড়িয়ে দেয় সেই ছবি—মাত্র কয়েকদিন আগে। তার আগে বেশ কিছুদিন বন্দি ছিলেন ফলি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বীভৎসাকে ক্যান্সার বলে অভিহিত করলেও একথা কি অস্বীকার করা যাবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ইরাক, লিবিয়া সহ সারা দুনিয়ায় এই অপশক্তিকেই মদত দিয়ে চলেছে। ইরাকে সাদ্দাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোন মহত্তর বিকল্পের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে? সাদ্দাম হোসেন যত বড় ডিক্টেটরই হোন, ধর্মীয় মৌলবাদের এই বীভৎসার আশ্রয় তিনি নেননি। বিশ্বব্যাপী, বিশেষত আরব দুনিয়ায় যে শক্তিকে মাথা তুলতে লাগাতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তারই বলি হলেন মার্কিন নাগরিক তথা সাংবাদিক জেমস ফলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখে এ কথা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই জঙ্গিরা কি আদৌ ধার্মিক? ধর্মের নামে এই বীভৎসা কোনো ধর্মেরই মর্মবস্তু হতে পারে না। আমরা ধিক্কার জানাই সেই আই এস জঙ্গিদের। বিনম্র প্রণতি অকুতোভয় সাংবাদিক ফলির স্মৃতিতে।

তথ্য কথা বলে

সত্তরের দশকে এমার্জেন্সির সময় যে রকমভাবে নাগরিক অধিকার নিয়ে এত দুশ্চিন্তা ছিল, আজ প্রায় সেরকম জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। নাগরিক অধিকার এমন একটা জিনিস সেখানে আদর্শের রাজনীতি করা যায়, যেখানে শুধু দলীয় সংগঠনের দরকার হয় না। দলের বাইরের লোকরাও থাকতে পারে বা কোনও দলের লোক নয় এমনও হতে পারে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুব বড়ো। বুদ্ধিজীবী বিদ্বজ্জন এই কথাগুলো গত কিছুকাল ধরে অধিক ব্যবহারের ফলে আর বিশেষ অর্থ বহন করে না এবং বুদ্ধিজীবীরাও এর জন্য দায়ী। বুদ্ধিজীবীরা এত সহজে ফাঁদে পা না দিলে তাঁদের অবস্থা এতটা খারাপ হত না। আজ পুলিশ প্রশাসন যে রকম নগ্নভাবে রাজনৈতিক নেতাদের তাবেদারি করে, এটা নিয়ে তো নাগরিক আন্দোলন করা সম্ভব। আমার তো মনে হয় এখন হাইকোর্টের দু'চার জন জজ সাহেব বাদ দিলে আর এটা নিয়ে কেউ তেমন ধরনের জোরগলায় কোনও প্রতিবাদও করছে না। একজন পুলিশ অফিসারের প্রধান দায়বদ্ধতা সংবিধান ও আইনের কাছে। তিনি কোনও মন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ নন। সমাজের যাঁরা মাননীয় ব্যক্তি তাঁরাই বা এটা বলতে পারবেন না কেন? কাজেই আদর্শের রাজনীতি করাটা দরকার। এবং সেই আদর্শের কথা বলার জন্য বড়ো সংগঠন লাগে না।

অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্স, কলকাতা এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিউইয়ার্ক

এইসময়, ২১/৮/২০১৪

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞ প্রশাসক আবুল ফজল কবে এবং কীভাবে নিহত হন? জন্ম কবে?

২. আফগানিস্তান কোন মহাদেশে? কবে কার শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

৩. প্রখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্ত কবে প্রয়াত হন? কবে জন্ম হয়েছিল?

৪. কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম জ্যোৎস্না রায়? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে হয়েছিল?

৫. সেনেগাল দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

৬. এস্তোনিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

৭. কে কবে অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন? কবে অস্ট্রেলিয়ার সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যায়?

৮. ভারতের পার্লামেন্টের দুই কক্ষ 'লোকসভা' এবং 'রাজ্যসভা'। এই রাজ্যসভার নাম আগে কী ছিল? কে কবে 'রাজ্যসভা' নাম দেন?

৯. বরফ শীতল ইংলিশ চ্যানেল কোথায়? কত কিমি দীর্ঘ? প্রস্থে কত কিমি? কে প্রথম কবে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে পার হন? কোথা হতে কোথায় যান? কত সময় নেন?

১০. আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াস কোথায় অবস্থিত? শেষ কবে জেগে উঠেছিল? সেই সময় পর্যন্ত ২ হাজার বছরে কতবার জেগেছে? এ পর্যন্ত কত মানুষ এর ফলে মারা গেছে?

১১. কে প্রথম দূরবীন আবিষ্কার করে কবে প্রকাশ্যে আনেন?

১২. মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারি প্যালেস-এর ভিত্তিপ্রস্তর কে কবে স্থাপন করেছিলেন? বিশেষ ব্যক্তি কে উপস্থিত ছিলেন? কত বছর সময় নেয় নির্মাণকাজ শেষ করতে? কত খরচ হয়েছিল? মোট কটি ঘর এবং কটি গ্যালারি আছে? স্থপতি কে ছিলেন? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

চল মন সিঙ্গাপুর ধাম ...

আরও একটি নির্মীয়মান কারখানা বন্ধ হয়ে গেল বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমায়। স্টার পেপার নামে ঐ কারখানাটি আগেই শুরু হয়েছিল লাউদহ থানার প্রতাপপুর বাসনা গ্রামে। আগের মালিক কারখানাটি অর্ধসমাপ্ত রেখে চলে যায়। ২০১২ সালে দিল্লির জনৈক শিল্পপতি ব্যাঙ্কের ধার মিটিয়ে কারখানাটি কিনে নেয়। পুরোদমে শুরু হয় নির্মাণ কাজ। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের সিন্ডিকেট থেকে বেশি দামে নির্মাণ সামগ্রী কেনা ও কারখানায় নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোক নিয়োগের দাবিতে জেরবার পশ্চিমবঙ্গে নতুন কারখানা খোলার বাসনা অন্তরে পুষে রেখেই কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে মালিক দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব একে অপর গোষ্ঠীর প্রতি দোষারোপ করছে। পুলিশ প্রশাসন এখনো পর্যন্ত কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ঘটনার মজা দেখছে।

সিঙ্গাপুরে বিরাট রোড-শো করে পাখিকে ছোলা খাইয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষে দাবি করা হচ্ছে গোটা সিঙ্গাপুর ভেঙে চুড়মুরিয়ে শিল্প বাংলায় এসে পড়লো বলে। কিন্তু বিদগ্ধ মহল অন্য হিসাব দেখাচ্ছেন। ২০০৮ সালে বুদ্ধবাবু

মুঝে উল্লু বানা বং

কাল হার্মাদ

সিঙ্গাপুর যাবার পর এখানে সালেম গোষ্ঠী এসেছিল। তারা এখানে উপনগরী সহ একটি সিক্সলেনের রাস্তা করার তোড়জোর করতেই তৎকালীন বিরোধী নেত্রী জমি দেওয়া যাবে না বলে আন্দোলন শুরু করাতে বামফ্রন্ট সরকার ও সালেম গোষ্ঠীর স্বাক্ষরিত মউ থেকে আর মধু ঝরলো না। এবং যে চাঙ্কি গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে মমতা ব্যানার্জী অমিত মিত্ররা সিঙ্গাপুরে গিয়ে রিয়েল এস্টেট সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প আনার আশা ব্যক্ত করেছেন, তা কতদূর কার্যকরী হবে বলা মুশকিল। চাঙ্কি গোষ্ঠীর অন্ডালে যে বিমানপোত তৈরি হচ্ছে তৃণমূল দল হিসাবে জমি অধিগ্রহণে বাধা না দিলে ২০১৩ সালের আগেই তা থেকে বিমান ওঠা-নামা করতো।

গত কিছুদিনের মধ্যেই বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলের শ্রমিকনেতাদের অন্যায় আবদারে শিল্পপতিরা শিল্প গুটিয়ে নিচ্ছেন। টলিউডি হৈ হুল্লোর ও কয়লা মাফিয়া বেষ্টিত সিঙ্গাপুর মিশন কতটা সফল হবে? সময়ই বলবে।

তিন বছরে আঙুল ফুলে কলা গাছ

পাওয়ার পলিটিক্স যে তৃণমূলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুন ধরাচ্ছে এখন সর্বভারতীয় তৃণমূল নেতারা টের পেতে শুরু করছেন। জেলাওয়ারি সাংগঠনিক বৈঠকে মুকুল রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু সতর্কবাণী, ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করছেন। গত শনিবার বর্ধমান জেলায় তৃণমূলি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কমানোর দাওয়াই দিতে গিয়ে মুকুলবাবু বলেছেন 'আগে যিনি সাইকেল চালাতেন তিনি বছরেই তার ৪ টি স্করপিও গাড়ি হয়ে গিয়েছে। তিন বছরেই আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাচ্ছে।' মুকুলবাবু নেতা হাফ-নেতাদের এই বলে সতর্ক করেছেন যে নিজেদের অমর অক্ষয় ভাবার কারণ নেই। এলাকার মানুষরা সবই দেখছেন। গর্তে মাথা গোঁজা খরগোশের মতো নেতা- কর্মীদের দশা যেন না হয়। দুর্নীতি দেখলে দল উপর থেকে হাত উঠিয়ে নেবে। বর্ধমান জেলা থেকে যে তিনজন বিধায়ক ঐ বৈঠকে হাজির হননি। মুকুলবাবু তাদের প্রতি বেশ কঠোর মনোভাব নিয়েছেন।

যারা কারখানা করতে আসবেন তারা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সহ অন্যান্য দিক বিবেচনা না করেই আসবেন?

রানিগঞ্জ জুট মিল খোলা ও শ্রমিকদের বকেয়া প্রদানের দাবিতে আসানসোলে লেবার কমিশনের দপ্তরে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৫ আগস্ট : বন্ধ জুট মিল খোলা, বন্ধ কারখানা শ্রমিকদের ভাতা সঠিক সময়ে দেওয়া ও শ্রমিকদের বকেয়া ভাতা অবিলম্বে প্রদান করার দাবিতে আজ সি আই টি ইউ-র পক্ষ থেকে মঙ্গলপুরের বন্ধ জুট মিলের শ্রমিকরা আসানসোলে লেবার কমিশনার অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও ডেপুটেশন দেয়। ২০১১ সালে জুলাই মাসে মঙ্গলপুরে জুট মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধের ফলে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। এর আগেও মিল বন্ধ হলেও বাম সরকারের সদ ইচ্ছার ফলে মিল খুলেছে। দুমাসের বেশি কখনই কারখানা বন্ধ থাকেনি। কিন্তু নতুন সরকার মিল খোলার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করছে না। এদিনের ডেপুটেশনে দাবি করা হয় সরকারি প্রতিনিধি, মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে নিয়ে অবিলম্বে মিল খোলার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। জুট মিলের ৮৯৫ জন শ্রমিক ভাতা পেলেও ৪৫০ জন শ্রমিক এখনো ভাতা পাননি। তাদের ভাতা বকেয়া ভাতা অবিলম্বে দিতে হবে। বন্ধ শ্রমিকদের একটা অংশের প্রায় পাঁচ মাসের ভাতা বকেয়া রয়েছে তাও অবিলম্বে দিতে হবে।

লেবার কমিশনার আধিকারিক বলেন, যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত পক্ষকে নিয়ে বন্ধ মিল খোলার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যে সকল শ্রমিকরা ভাতা পাননি তারা যাতে ভাতা পান ও পাঁচ মাসের বকেয়া ভাতা যাতে দেওয়া যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। মঙ্গলপুর শিল্পাঞ্চল থেকে কয়েকশো শ্রমিক আসানসোলের লেবার কমিশনার অফিসে জমায়েত করেন। বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, উমা পদগোপ, হারাধন ঝা, মিতল লায়েক, মহঃ আনিশ, দেবিদাস ব্যানার্জী, রুণু দত্ত ও সুপ্রিয় রায় প্রমুখ। পুলিশ প্রথমে অফিসের সামনে মিটিং করতে দেওয়া যাবে না বলে হুমকি দিলেও বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মেজাজ দেখে তারা পিছু হটে।

বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে ওন্ হাউজওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভ দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৯ আগস্ট : আজ 'স্টিল টাউন ওন্ ইয়োর ওন্ হাউজওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর প্রশাসনিক ভবনে গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। অংশ নেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার লিজ ও লাইসেন্সধারী কোয়ার্টার মালিক, শ্রমিক- কর্মচারী ও প্রাক্তন শ্রমিক-কর্মচারী- আধিকারিক এবং তাদের পরিবারবর্গ।

সেইল সহ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার চরম আর্থিক দুর্দিনে অর্থসংকট লাঘব করার জন্য, দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর জরাজীর্ণ ও উদ্বৃত্ত কোয়ার্টারগুলিকে চড়া দামে ২০০২ সাল থেকে ধাপে ধাপে লিজ ও লাইসেন্স দেওয়া হয়। বর্তমানে ইস্পাতনগরীর অধিকাংশ কোয়ার্টার লিজ ও লাইসেন্সভুক্ত। কোয়ার্টার-বিক্রির পর থেকেই লিজ ও লাইসেন্সহোল্ডাররা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই তালিকার সাম্প্রতিক সংযোজন, কোনো আলোচনা ছাড়াই, চড়া হারে বিদ্যুতের মাসুলবৃদ্ধি। এরিয়ার বাবদও হাজার হাজার টাকা অতিরিক্ত গুনতে হবে। লিজ ও লাইসেন্সহোল্ডারদের একটা বড় অংশই অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী এবং চরম আর্থিক সংকটে ভুগছেন। তাই তাঁরা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের এই তুঘলকি আচরণের বিরুদ্ধে ও অবিলম্বে বিদ্যুতের মাসুলবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে গণ-অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও খোলা আকাশের নিচে ভিজতে ভিজতে সামিল হন। অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদলের কাছে কর্তৃপক্ষ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মিটিং করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মনোজ হাজরা, সিদ্ধেশ্বর শেঠ, নির্মল মুখার্জী প্রমুখ।

প্রেস ক্লাবের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : একটি অভিনব কর্মসূচি সফল করলো বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব। গত ১৯ থেকে ২০ আগস্ট বর্ধমান জেলা পরিষদ-এর প্রাঙ্গণে সংগঠন আয়োজন করেছিল চিত্র-সাংবাদিকদের তোলা আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ঘটনাক্রম, জনজীবন ও দৈনন্দিন-এর বাইরে তোলা প্রায় দেড়শত ছবি জায়গা পেয়েছিল।

১৯ আগস্ট দুপুরে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী অধ্যাপক শহিদুল হক। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী আশিস মিশ্র, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ হাজরা চৌধুরী, মহঃ ইসমাইল, অলোক মাঝি প্রমুখ।

দু'দিন ধরে শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষেরা এ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। শেষ লগ্নে একটি ছোট অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি দেবু টুডু, জেলা পুলিশ সুপার সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মির্জা, কর্মাধ্যক্ষ গোলাম জার্জিস, নারায়ণ হাজরা চৌধুরী ও গার্গী লাহা প্রমুখ। ছিলেন সংসদের সভাপতি প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা। ১৪ জন অংশগ্রহণকারী আলোকচিত্রীকে অভিনন্দিত করা হয়। অতিথিরা সকলেই এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অন্য সংস্কৃতি

অণুগল্প

কাকলি ঘোষ

নেশা

—মা মা দেখ খাবার এনেছি। আমার আর দাদার হয়ে যাবে। তোরও হবে।
—কোথায় পেলি খাবার?
—ওই তো গো পূর্বা এল। এস-৭ এর একটা মোটা করে লোক ছিল।
বলল খাবার আছে নিয়ে যা, খোলেনি রে মা! প্যাকেটে মোড়াই আছে।
—তোর দাদা কই?
—ডাকি ওকে। দেখি আসে কি না?
মনার দাদা তখন প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে ওরই মতো একদল ছেলের সাথে ড্রেনড্রাইট শুঁকছে। মনা দাদাকে গিয়ে ডাক দেয়—দাদা খাবার আছে খাবি না?
—দূর খাবার। এখন শুঁকছি শুঁকি। তুই যা তো। মনার চুলের ঝুঁটিটা টেনে দেয়।

মনা এসে দেখে মা প্যাকেট খুলে খাবার খাচ্ছে গোগ্রাসে।
—মা সব খেয়ে নিলি, আমার জন্য রাখলি না?
—না রে, খেলাম কোথায়? তোর চাঁদু দুজনেরই হবে।
—দাদা খাবে না ও এখন নেশা করছে।
—নেশা করছে তা করুক। আয় আমরা খেয়ে নিই। ভুখা পেটের খাবার নেশা বড় প্রবল। মায়ের মমতাকেও ছাপিয়ে যায়।

□

রজনীগন্ধারা

—হ্যালো, আপনি অশোকতরুবাবু বলছেন? আমি রজনীগন্ধা।
—রজনীগন্ধা? ওই নামে তো আমি কাউকে চিনি না।
—বা রে, প্রতিদিনিই তো ফেসবুকে কথা হয়। বাব্বা চ্যাটে আপনি কী অদ্ভুত কথা লেখেন। সেদিন আমি রাজস্থান যাব শুনে বললেন, বালুকাচরে রজনীগন্ধা সে তো মরুভূমির মরীচিকা।
—আমার একটু কাব্যি করার নেশা আছে।
—জানেন আপনার চ্যাটগুলো আমি বন্ধুদের দেখাই। আপনার ছবিটা ওদের মেল করে পাঠিয়ে দিয়েছি।
—খুব ভালো, কর। ওরা কী বলে?
—বলে তোর বয়ফ্রেন্ডটা দারুন। কী হ্যান্ডসাম, কী স্মার্ট।
—তাই নাকি রজনীগন্ধা। তোমার সাথে কথা বলার আর একটু ইচ্ছে আছে। কিন্তু কথা বলা যাবে না। ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হবে।
—এই বয়সেও আপনি কী সুন্দর। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। একদিন আপনার বাড়ি যাব।
—বেশ তো এসো না। কবে আসবে?
—যাব, শিগগিরি যাব।
রজনীগন্ধা ফোন নামিয়ে দেয়।
রজনীগন্ধা কোনোদিনই অশোকবাবুর বাড়ি যাবে না। নিঃসঙ্গ রজনীগন্ধা একজন ডিভোর্সি। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। কলেজে পড়াতেন। একসময় গাইয়ে হিসেবে বেশ নাম-ডাকও ছিল। সুন্দর কণ্ঠস্বরের জন্য টিনেজার সেজে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। নিঃসঙ্গ জীবনে সময় কাটানোর এটা ওর একটা নেশা। সব নেশার মতো এই নেশাটাও বড়ো যন্ত্রণার।

তুমি আছো

রীতা বসু(ধর)

তুমি নেই এই উপলব্ধি শেষযাত্রায় এলো না
ভিড়ের মাঝে মন খুঁজে চললো তোমাকে।
রাজবাটি থেকে ম্যাণ্ডেলা পার্কে যাবার মুখে
তোমার হাত ছেড়ে দাঁড়ালাম পথে।
তুমি বললে, 'পায়ে বড্ড কষ্ট, রিক্সা করে যাবো।'
আমি এগিয়ে গেলাম।
বহু স্মৃতি ভিড় করে দাঁড়ালো মনে।
'একসাথেতে তোমার লেখা পেলাম
বড্ড ভালো লেখো, আমি পারি না।'

তোমার কথায় লজ্জা পেতাম
বুঝতাম আকাশের উদারতা।
ক্ষণিক বৃষ্টির দান, অনুভব করতাম।
দেখা তো অনুষ্ঠান ছাড়া হয় না।
সাদা মেঘরাশি ফুল হয়েছিলো
তোমার শেষ শয্যায়।
অনুভব করলাম, শূন্যতা যা কিছু
আকাশ সমান, মনকে নত করলাম
আকাশ দাঁড়ালো সামনে, বৃষ্টির সম্ভাবনা
উড়িয়ে দিয়ে রোদ হাসলো চকিতে ...
রোদ ছুঁয়ে গেলো চারদিক।

ফেরার পথে মনে হলো
তুমি আছো মেঘরাশিতে, শুকতারা হয়ে
আছো অসীমে, নীলিমায়, আকাশতরঙ্গে
হিল্লোলিত মেঘমল্লারে ...
ভালো থেকো, ভীষণ ভালো থেকো
শান্তিতে থেকো, আনন্দে থেকো।

প্রয়াত নাট্যকর্মী-নির্দেশক রমেন দাস

বিশেষ সংবাদদাতা : দুর্গাপুরের নাট্য-জগতের এক অত্যন্ত পরিচিত নাম রমেন দাস। সদ্য প্রয়াত হলেন। একাধারে নাট্য-পরিচালক, নির্দেশক, অভিনেতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সুদক্ষ সংঘটক। কবি হিসাবেও তাঁর সুপরিচিতি ছিল। গণসঙ্গীতের গায়ক হিসাবেও সমান দক্ষ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী রমেন দাস সক্রিয়ভাবে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে, ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা থেকে ভারতে চলে আসেন। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র হিসেবে বিখ্যাত অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও সাধন ভট্টাচার্য এবং ছাত্র ফেডারেশনের সংস্পর্শ তাঁকে ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ে অনুপ্রাণিত করে। ছাত্রজীবনের শেষে অল্প কিছুদিনের জন্য বিখ্যাত বহুরূপী গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ে শম্ভু মিত্র ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সান্নিধ্য তাঁর অভিনয়জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। এই সময়েই ব্যারাকপুরে 'শিল্পায়ন' নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন রমেন দাস। এই সংস্থার নাট্য-পরিচালক ছিলেন প্রখ্যাত নাট্য-ব্যক্তিত্ব বেণীমাধব মুখার্জী।

রমেন দাস ১৯৬১ সালে দুর্গাপুরে আসেন এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হুইল এ্যান্ড অ্যাক্সেল বিভাগে শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগদান করেন। দুর্গাপুরে তাঁর নাট্যজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৬১ সালে তিনি 'আনন্দম' নাট্যগোষ্ঠী ও পরে ১৯৬৫-৬৬ সালে 'নাট্যায়ন' নাট্যগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্যদের সাথে মিলে গড়ে তোলেন 'শিল্পায়ন' নাট্যগোষ্ঠী। শিল্পায়ন-এর প্রথম প্রযোজনা 'অনির্বাণ' নাটকটি দারুন সাড়া জাগিয়েছিল। পরবর্তীকালে ৯০'র দশকের গোড়ায় 'বিভাব' নাট্যগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি এবং ২০০১ সালে গণনাট্যর 'ইস্পাত' শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। বিভিন্ন রাজ্য-স্তরের ও সর্বভারতীয় স্তরের নাট্য-প্রতিযোগিতায় অভিনেতা ও নির্দেশক হিসাবে সেরার শিরোপা পেয়েছেন তিনি। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার-সংকলন 'ব্রাত্যজনের কবিতা'। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সাথে যুক্ত হন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন।

ও মা, তোমার যন্ত্রণাতে

সলিল ভট্টাচার্য

দুঃসহ এই অন্ধকার, নরকের এই যন্ত্রণা,
ওমা তোমার যন্ত্রণাতে দুঃশাসনের মহোল্লাস
অন্ধকারেই করছে তারা সর্বনাশের মন্ত্রণা
এই বাংলায় নরক গড়েই ছড়িয়েছে সন্ত্রাস।

মা-বোনেদের শিশুকন্যার ইজ্জত যারা লোটে,
তারাই নেতা শাসককুলের, পুলিশ তাদের ত্রাতা,
ওমা তোমার লাঞ্ছনাতে পিশাচ-দানব জোটে
বুদ্ধিজীবীর ভেকধারীরা কেউ খোলে না পাতা

যে পাতাতে লেখা আছে মায়ের বলিদান,
যে পাতাতে বোবা কান্নার করুণ ইতিহাস,
সেই পাতাতে অন্ধ-বধির সুশীলের চোখ-কান।
এই পাপ, এই লজ্জা নিয়েই আমাদের বসবাস।

বাংলা জুড়ে তানাশাহির উদ্ধত হুংকার,
নারীমেধের যজ্ঞে তারা দিচ্ছে ঘৃতাহুতি
ও মা তোমার জাগবে কখন গাণ্ডীবে টংকার?
বৃহন্নলা নীরব এখন, পঙ্গু এখন দেশব্রতী।!

ইজ্জত কেড়ে, বস্ত্রহরণে ঝুলিয়ে তোমার লাশ,
বলছে পিশাচ—প্রসব এখন ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা
বলছে পুলিশ—আত্মহননে রুদ্ধ তোমার প্রাণের শ্বাস,
আঁধার জোড়া এই বাংলার বুকে জননীর যন্ত্রণা।

এ সময় যারা নীরব হয়েছে, অত্যাচারীর ভয়ে
মাথা নত করে বেঁচে থাকবার ক্লিন্ন সে বাসনা
সেই ক্ষীণজীবী বেঁচে থাকে ভীরু জীবনের অপচয়ে
ঘৃণা-ধিক্কারে গড়ে দিতে চাই তাদের কবরখানা।

এই দিগন্তে আঁধারের শেষে আবার জাগবে আলো,
এই বাংলায় লড়াকু মানুষ শহিদের পথ চিনে
আবার হাঁটবে মিছিলে মিছিলে, মুছবে আঁধার কালো
ওমা তোমার সন্তান হয়ে জন্মাব সেই দিনে।

আগুনে পুড়িয়ে, দড়িতে ঝুলিয়ে করেছো শ্মশানভূমি
তুমি কি কখনও জন্ম নিয়েছো কোনও মানবীর গর্ভে?
জননী তোমার লজ্জা পেয়েছে, লজ্জা পাও নি তুমি
নারীমেধের যজ্ঞে তোমার বুক ভরে গেছে গর্বে।

'হাজার চুরাশির মা'য়ের কাহিনি লিখেছো মহাশ্বেতা,
এখন যখন মায়ের কান্না বাংলার ঘরে ঘরে
বাক্‌রোধ করে বসে আছো তুমি, বিকিয়ে দিয়েছো মাথা
কোন্ ভূষণেতে জপ করে যাও এমন অন্ধকারে?

ও মা তোমার যন্ত্রণাতে পথেতে নেমেছে যারা,
তারা ভুলবে না সর্বনাশীর মোহনমায়ার ডাকে,
আঁধার আকাশে আবার জ্বলবে সত্যের ধ্রুবতারা
তোমাদের টানে ডাক দেবে প্রাণে কলুষনাশিনী শাঁখে।

শপথের ডাক

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থণা, বিপদে আমি না যেন করি ভয় *—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

অরুণ মজুমদার

আমরা তো একটু শান্তি চেয়েছিলাম
নির্বাচন কবেই তো মিটে গেছে
এখন মাঠঘাটে, কচি কচি ধান শিশুরা
হওয়ার চামরে দোলয়িত হতে থাকবে
চাপান আর উতোরের কাজে
সারাটা দিনমান
পেশল দেহগুলি
পরম সোহাগভরে কাদায় মাখামাখি
হয়ে যাবে
সাঁঝ বেলায় কিষাণ রমনীর হেসেল
মঁ মঁ করবে ভাতের গন্ধে
ছোট ছোট ছেলেরা-মেয়েরা
দাওয়ায় বসে পাঠ নেবে বর্ণপরিচয়ের—
আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে...
কেউবা নামতা মুখস্ত করছে সাত এক্কে সাত,
সাত দ্বিগুণে...
বারোয়ারি তলায় সারাদিনের
কর্মক্লান্ত পরিসর ছেড়ে কথা কইবে
আগামী সোনালী দিনের
আরো আরো স্বপ্নের পসরা

এমনই তো কথা ছিল—
তবু আমরা আজ তিনদিন ধরে
ঘর ছেড়ে পরিজন ছেড়ে
এখানে এই ক্ষুদ্র অঙ্গনে অবস্থান করছি
সূর্যের উদয়াস্ত পরিক্রমা দেখছি
আমরা আমাদের সাথীরা অনেকেই
ঘরছাড়া জমিছাড়া
ভাষণ শুনছি প্রাজ্ঞদের, গান শুনছি
ঘুম ভাঙানিয়া গান, যে গানে উথাল পাথাল
আমাদের আত্মীয় ভুবন ...

কেননা আমরা এক রণক্ষেত্রে আছি
গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে
হানা দিয়েছে বর্গী ... এক নতুন ধরনের বর্গী
বে-কানুন উচ্ছৃঙ্খল গণতন্ত্রের কষাই
পুড়িয়ে দিয়েছে বুধোদের গ্রাম
রসুল করিমের মাঠভরা ধান
কেড়ে নিয়েছে উদয়ের কচি মেয়েটাকে
দম্ভের আঘাতে প্রাণ দিচ্ছে কত কত অমূল্য প্রাণ
মেয়েরা মায়েরা প্রতিদিন লাঞ্ছিতা হচ্ছেন
ধর্ষিতা হচ্ছেন
প্ররোচনা দিচ্ছে প্রকাশ্যে ধর্ষণের খুনের
অশ্লীল কুৎসিত হিংস্রতায় সভ্যতার আব্রু
ভাঙার আহ্বান
হরিদাস পালেদের

আইন রক্ষকরা সেবাদাসে পরিণত
পুলিশ নিহত হলেও কোনো বিচার নেই
কারণ ছোট ছোট ছেলেরা যে
বর্গীমাতার অভয় বরদানে বলীয়ান
সারস্বত সাধনার অঙ্গন
ছোট ছোট শিশুদের সামান্য ঘটনায় ত্রস্ত
বাংলার বর্তমান এবং ভাবীকাল
ছোট ছোট শিশুদের এত ছোট আবদারে
চিমনির মুখে আর সাইরেন বাজে না
হলদিয়া থেকে সিঙ্গুর থেকে কাঁকসা থেকে
সব শিল্পের অঙ্গন খাঁক হয়ে গেছে
শুধুই তোলাবাজি শিল্প মাথা তুলছে এক নম্বরে ...

এ কালের মোকাবিলা করার জন্যই তো
কালনা থেকে কাটোয়া থেকে চিত্তরঞ্জন থেকে
দুর্গাপুর আসানসোলের শিল্পাঙ্গন থেকে
জেলার প্রতিটি প্রত্যন্ত থেকে
এখানে এই মঞ্চে আপনাদের
প্রমিত উচ্চারণ ...
এ দেশ বর্গীর নয় এ দেশ মানুষের
একে আমরা মুক্ত করবোই ...

ঘা

সুশান্ত কুমার ঘোষ

আমরা তো চুপ থাকি মুখ খুললে গুম হতে হবে
আমরা মুখটা নিয়ে কী করব তবে

চোখ দুটো যা দেখছে সব যদি ভালো বলতে হয়
তবে তো চোখ দুটো আমাদের অধিকারে নয়

কান দুটো যা শুনছে সব যদি মধুর সম্ভাষণ
তবে তা শ্রোতার নয়—ওদুটো বক্তার কান

আমরা মানুষ নয়, পাথর কী? তাও নয় বটে
তাহলে তো পুজো পেতাম ধূপ দীপ ফল ফুল ঘটে

তা তো ঘটেছে না, ঘটছে যা দেখি আর শুনি
জিহ্বাটা ফরমানে চিট ধরে যাচ্ছে তখুনি

আমরা তো চুপ থাকি জিভ কাটে বক্তার দাঁত
আমাদের চারপাশ পুঁজগলা ঘা সন্নিপাত।

স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক নিবাস দত্ত-দরিয়াটন

বেহুলা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের কাজ আজও অসমাপ্ত

আলেক শেখ, কালনা, ২১ আগস্ট : স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের আদি নিবাসের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর লেখা স্বামী বিবেকানন্দ পুস্তকে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দত্ত-দরিয়াটন বা দরিয়াটনা (চলতি ভাষায় দেরেটোন) গ্রাম। পূর্বপুরুষদের এই গ্রামের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন বাড়ির পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে অনতিদূরে শীর্ণতোয়া বেহুলা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদী বর্তমানে ডিভিসি-র সেচ ক্যানেল নামে পরিচিতি লাভ করে আজও সমানতালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। দত্ত দেবেটোনের অনতিদূরে বেহুলা নদীর তীরে রয়েছে আর একটি গ্রাম। এই গ্রামটির নামও দরিয়াটোনা বা দেরেটোন। উল্লেখিত গ্রামদুটিই কালনা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

দেরেটোন গ্রামে সাড়ে তিন হাজার মানুষের বসবাস হলেও স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরও বেহুলা নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা হচ্ছে বাঁশের ব্রিজ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমানের মহিলা নেত্রী অঞ্জু করের পৈত্রিক বাড়ি দেরেটোনের পাশের গ্রামেই। মানুষের চাহিদাকে মর্যদা দিয়ে তাঁর উদ্যোগেই বেহুলা নদীর উপর পাকা ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সেচ দপ্তরের অনিচ্ছার কারণেই মাঝপথে সেতু নির্মাণের কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। আজও সে নিদর্শন বাঁশের ব্রিজের কাছে গেলেই দেখা যায়। এ ব্যাপারে অঞ্জু কর বলেন, দীর্ঘদিন আগে ওখানে ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু সেটি কী অবস্থায় আছে, কেন হয়নি এই অবস্থায় স্মরণে আসছে না। এই ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই রাজ্যে ও জেলা পরিষদে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। বর্ধমান জেলা পরিষদের বর্তমান সভাধিপতি দেবু টুডু, তাঁর বাড়িও কালনা ২ নং ব্লকেই। তিনি জানান, দেরেটনে বেহুলা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের জন্য সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। আমি আবার খবর নেব।

আজও জনশূন্য মন্তেশ্বরের তেঁতুলিয়া

পুলিশি হানায় রাত জাগছে মহকুমার সংখ্যালঘু গ্রামগুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ আগস্ট : গোষ্ঠী কোন্দলে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় খুনোখুনি। তার জেরে গোটা জনশূন্য। ঘটনার সাত দিন পরেও কেউ ঘরে ফেরেনি। বরং তাদের গ্রেপ্তার করার নামে প্রতিরাতে চলছে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পুলিশি হানা। এই পুলিশি তৎপরতায় রাতের ঘুম ছুটেছে কালনা মহকুমার সমস্ত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামের মানুষের। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে। অভিযোগ, এইরকম চলতে থাকলে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আর বেশি দূর নয়। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে।

গত ১৪ আগস্ট গ্রামে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্য দিনের বেলায় খুন হয় দুই গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন। তার মধ্যে উভয় গোষ্ঠীর দু'জন করে চারটি মৃতদেহ উদ্ধার হলেও আরও কয়েকজন নিখোঁজ। খুনোখুনির পর পুলিশি তৎপরতায় চারশো পরিবারের বাস তেঁতুলিয়া গ্রাম একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে। আজও ঐ গ্রাম অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু খুনোখুনির দুই গোষ্ঠীর লোকজন যখন সংখ্যলঘু, তখন তাদের সংখ্যালঘু গ্রামগুলিতেই পাওয়া যাবে। এই ভাবনায় পুলিশ বাহিনী প্রায় প্রতিরাত্রেই পাশাপাশি সংখ্যালঘু গ্রামগুলিতে হানা দিচ্ছে। গ্রামবাসীদের হয়রানি করছে। রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ সংখ্যালঘুরা। যেমন ১৯ তারিখ গভীর রাত্রে ১০টি পুলিশগাড়ি ঢোকে কালনা থানার কোম্পানিডাঙায়। তারপর নৌকা চেপে ঐ ফোর্স পাড়ি জমায় কলডাঙা, নতুনচর কালীনগর গ্রামে। কালনা মহকুমার এক পুলিশ অফিসার এই অভিযানের কথা স্বীকার করে জানান তেঁতুলিয়ার কোনো অভিযুক্তকে পাওয়া যায়নি। তবে এই অভিযান কেন? তার জবাব দিতে পারেননি ঐ পুলিশ অফিসার। এই নিয়ে মন্তেশ্বরের বিভিন্ন তৃণমূল নেতাদের সাথে কথা বলার জন্য ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কথা বলেননি। তবে তৃণমূল বিধায়ক তপন চ্যাটার্জী বলেন, আমরা ঐ গ্রামে শীঘ্রই শান্তি মিছিল করবো। কিন্তু গ্রামে মানুষজনই নেই। কাদের নিয়ে উনি শান্তি মিছিল করবেন সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি।

বর্ধমান জেলা সপ্তম রাইসমিল শ্রমিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ আগস্ট : বর্ধমান জেলা রাইসমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সপ্তম সম্মেলন পার্কাস রোডে অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন গণআন্দোলনের নেতা অরিন্দম কোঙার। বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউর জেলা সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ১৮২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন মঞ্চ থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম আইন সংস্কারের বিরোধিতা করে ৪টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামের সাথে সাথেও কেন্দ্রের জনবিরোধী রেল ও সাধারণ বাজেটের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নেওয়া হয়। আহ্বান করা হয় শ্রমিকদের ১০ হাজার টাকা মজুরি ও বোনাসের দাবি নিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামে নামার জন্য। সম্মেলন থেকে ৫৪ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। সভাপতি তড়িৎ ঘোষ, ও সম্পাদক অশোক ঘোষ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

বিষ্ণুপদ ব্যানার্জীর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ আগস্ট : ইণ্ডিয়ান জানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্ণারে, সমকেত বার্তার সম্পাদক প্রয়াত বিষ্ণুপদ ব্যানার্জীর এক স্মরণসভা হয়। স্মরণসভায় সাংবাদিকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মতিচারণ করেন।

সুকুমারী ভট্টাচার্য ও অমলেন্দু দে স্মরণ

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

বিকাল - ৪ টা

জাগরী সভাকক্ষ, বর্ধমান

উদ্যোগ—

নতুন চিঠি —সংবাদ সাপ্তাহিক ও বর্ধমান হেরিটেজ এশোসিয়েশন

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

মেমারিতে কৃষকসভার ডেপুটেশন ও মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ আগস্ট : মেমারি-১ কৃষকসভার ডাকে মেমারি-১ ব্লকে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ২ হাজার মানুষ সমবেত হয়ে ডেপুটেশন দেন। ৮ জনের এক প্রতিনিধি দল ১৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি বিডিওর হাতে তুলে দেয়। ডেপুটেশনের আগে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষকনেতা সমর ঘোষ, আন্তাজ আলি দফাদার প্রমুখ। বক্তারা অভিযোগ করেন ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করে টাকা পাওয়া যায়নি। এমনি চোৎখন্ড, দলুইবাজার, দুর্গাডাঙা প্রভৃতি এলাকায় একদিনও কাজ হয়নি। ফলে এর উপর নির্ভরশীল বহু মানুষ ও পরিবার অসুবিধায় পড়েছেন। ডেপুটেশনের শেষে এক দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে স্টেশন বাজারে শেষ হয়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৬০২ সালের ১৯ আগস্ট, গুপ্তঘাতকের ছুরিতে, জন্ম ১৪-১-১৫৫১; ২। এশিয়া মহাদেশ, ব্রিটিশ সাম্রাজের শাসন মুক্ত হয়ে ১৯১৯ সালের ১৯ আগস্ট, কাবুল; ৩। ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট, জন্ম ২৯ মার্চ ১৯২৯; ৪। সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, জন্ম ১৯১২ সালের ২০ আগস্ট, মৃত্যু ৩ আগস্ট ১৯৮২; ৫। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৬০ সালের ২০ আগস্ট, রাজধানী ডাকার; ৬। ইউরোপ মহাদেশে, ১৯৯১ সালের ২০ আগস্ট, রাজধানী তালিন; ৭। জেমস্ কুক, ১৭৭০ সালের ২২ আগস্ট, ১৮৫১ সালের ২২ আগস্ট; ৮। কাউন্সিল অব স্টেটস, রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, ১৯৫৪ সালের ২৩ আগস্ট; ৯। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড এবং উত্তর ফ্রান্সের মাঝখানে দিয়ে প্রবাহিত, ১৮০ কিমি লম্বা, ৩৪ কিমি চওড়া, ক্যাপ্টেন মাথুব ওয়েব, ১৮৭৫ সালের ২৪ আগস্ট, লন্ডন থেকে ফ্রান্স, ২১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট; ১০। দক্ষিণ ইতালির বে অব নেপলস্ উপকূলে, ১৯৭৯ সালের ২৪ আগস্ট, ২ হাজার বছরে ৩৬ বার ২০ হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়; ১১। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, ১৬০৯ সালের ২৫ আগস্ট; ১২। নবাব নাজিম হুমায়ুন জা, ১৮২৯ সালের ২৫ আগস্ট, গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডস, ৮ বছর, ২০ লক্ষ টাকা, ১১৪টি ঘর এবং ৮ টি গ্যালারি, স্থপতি কর্নেল কানকান ম্যাকলয়েড।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি বিদ্যুৎ দাস, পিতা প্রয়াত বিমল দাস, ছোটনীলপুর, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল বিদ্যুৎ দাস, যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে সঠিকভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার কন্যা রাখি দাস-এর জন্মশংসাপত্রে আমার নাম ভুলবশত বাপি দাস নথিভুক্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ দাস ও বাপি দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বিদ্যুৎ দাস, পিতা প্রয়াত বিমল দাস, ছোটনীলপুর, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম কুনাল দাস, পিতা বিদ্যুৎ দাস কিন্তু ভুলবশত তার স্কুলসার্টিফিকেটে বুলা দাস নথিভুক্ত হয়েছে এবং জন্মশংসাপত্রে বিরজু দাস, পিতা বিদ্যুৎ দাস , দক্ষিণ শান্তিপাড়া, বর্ধমান নথিভুক্ত হয়েছে। কুনাল দাস, পিতা বিদ্যুৎ দাস, ছোটনীলপুর বর্ধমান এবং বিরজু দাস, পিতা বিদ্যুৎ দাস, দক্ষিণ শান্তিপাড়া, বর্ধমান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আনোয়ারা বিবি, পিতা - সেখ সামশুল, স্বামী - সেখ লোকমান ওরফে সেখ লকু, বাহির সর্বমঙ্গলা, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার স্বামীর প্রকৃত নাম সেখ লোকমান ও ডাক নাম সেখ লকু, পিতা সামসের সেখ। আমার কন্যা ফারহিন সুলতানার জন্মশংসাপত্রে স্বামীর নাম সেখ লুক নথিভুক্ত। এই এফিডেবিট বলে আমার স্বামী সেখ লোকমান নামে সর্বত্র পরিচিত হল। সেখ লোকমান ও সেখ লকু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহাদেব ঘোষ, পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, গ্রাম - গৈতানপুর, পোঃ - কামালপুর, থানা - খণ্ডঘোষ, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম স্কুল রেজিস্ট্রারে MANAS GHOSH নথিভুক্ত আছে যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MANAH GHOSH নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার পুত্র সর্বত্র MANAS GHOSH নামে পরিচিত হল। MANAS GHOSH এবং MANAH GHOSH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

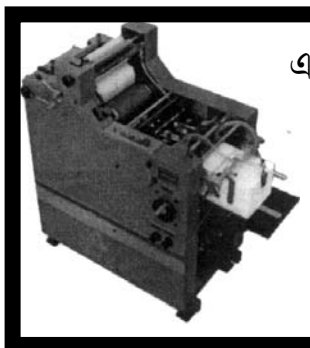

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

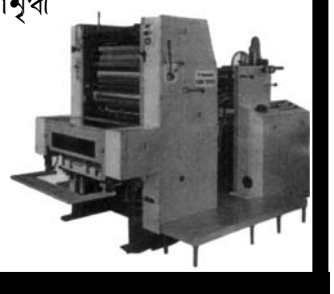

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা